উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস.এ.বি.এম. বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন আহাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইমাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
কুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
☐ এহসানুল ইসলাম ☐ এম. আবদুল হক
☐ আসিফ মাহমুদ ☐ এইচ এস ফিরোজ
☐ সমর মিত্র ☐ মাসুদুর রহমান
☐ আবুল হোসেন ☐ মোঃ জিয়াউদ্দিন
☐ জহির হোসেন ☐ লীনা ইনাম
☐ রেহানা আখতার ☐ এ মল্লিকা রাজ
☐ অহিদুল করিম ☐ নেসায়েত হোসেন
বিদেশ প্রতিনিধি

ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল	আমেরিকা
তানভীর আহমেদ শেলিন	আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অস্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক	চীন
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ	জাপান
আবুল কাশেম মিয়া	জাপান
এস, ব্যানার্জী	ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক	ভারত
আঃ কঃ মোঃ শামসুদ্দোহা	সিংগাপুর
এন,এম, জামাল	সুইডেন
ইফরুল কায়েস	ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান	হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা ও প্রচ্ছদ : আশীষ অভিজিৎ
ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২১৯২
মুদ্রণে : কর্ণফুলি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সাহিমা ফেরদৌস দীপ্তি
প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড,
ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬২১৯২
দাম : প্রতি কপি পনের টাকা
গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিস্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিস্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

ঢাকাকে ছাড়িয়ে গিয়ে সারা দেশে কমপিউটার চর্চার নয়া পদধ্বনি

বিজ্ঞানী ডঃ মফিজ চৌধুরী স্মৃতিকুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম মাসের ফলাফলে একটি হতবাক করা সংবাদ বেরিয়ে এসেছে যে, ঢাকাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বাংলাদেশের দূরবর্তী শহর জনপদে ক্ষুদে স্কুল শিক্ষার্থীরা কমপিউটার বিজ্ঞান চর্চায় এক অগ্রসর অবস্থানে এগিয়ে যাচ্ছে। এদেশের জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দেবার সংকল্পে কমপিউটার জগৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল– এ যেন আমাদের সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্খার বিস্তার। জনগণের হাতে জীবনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তুলে দেয়ার স্বপ্ন ছিল আমাদের প্রয়াত বিজ্ঞানী ডঃ মফিজ চৌধুরীর। তাঁর পূত নামে এ কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, সারাদেশে তরুণ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে কমপিউটার বিজ্ঞানের আগ্রহ ও প্রত্যয় জরীপ করা। গাজীপুর সমগ্র বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রথম হয়েছে, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কুমিল্লা, ৬ষ্ঠ স্থানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৭ম স্থানে এসেছে ময়মনসিংহ, ৮ম স্থানে এসেছে রাঙ্গামাটির ছাত্র। ঢাকাকে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থানে রেখে আমাদের কমপিউটার শিশুরা জানিয়ে দিল, তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটার চর্চা নিছক নগরবাসী সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের একচেটিয়া অধিকার নয়! এ সম্পাদকীয় যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন সৈয়দপুরের চিলহাটি থেকে সদ্য আগত ৮ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র গোলাম রাব্বি মাত্র ৪৮ ঘন্টা আগে জীবনে প্রথম দেখা কমপিউটারে বসে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজ করে যাচ্ছিল আর সে নিমগ্ন চৈতন্যে বলছিল, *কমপিউটার ছাড়া এক মিনিট থাকা যায় না।* এ হচ্ছে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশের মর্মভেদী উচ্চারণ – কমপিউটার ছাড়া থাকা যায় না। কমপিউটার ছাড়া বাঁচা যায় না। এ অনুক্ত আওয়াজ যদি আমাদের নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছে, তাহলে হাজার বছরের পশ্চাদপদতা দ্বিতীয় প্রজন্মে কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার সকল বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে ২৫ হাজার টাকার একটি কমপিউটার দিয়ে তথ্য যুগের সিংহদুয়ার খুলে দেবেন আমাদের নবীন প্রজন্মকে।

আমরা তথ্য যুগের পদাতিক নবীন প্রজন্মের পদধ্বনি শুনছি, এক নেপোলিয়ানের অহংকার যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের মর্মতল– বিশালদেহী সেনাপতিদের অহংকারী কুচকাওয়াজের দৃশ্যকে ছাড়িয়ে নেপোলিয়ান তাকিয়েছিলেন দূরে, সেই নিমগ্ন ড্রামবাদক বালকের দিকে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বাদনে ব্যঞ্জনায় সমগ্র অস্তিত্ব ডুবিয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে কিশোরোত্তীর্ণ বালক। সবল সেনানীর শৌর্য ও ভঙ্গিমাকে অতিক্রম করে এমন ভাবী সেনাপতি খুঁজছিলেন নেপোলিয়ান, যে ফরাসী বাহিনীকে আল্পস গিরিশৃঙ্গ পদানত করে নিয়ে যাবে মহাবিজয়ের প্রান্তরে। সে ড্রামবাদক কিশোরকে ধাপে ধাপে সেনাপতির শিরোপা দিয়েছিলেন নেপোলিয়ান। আমরা কমপিউটারের এই নিমগ্ন শিশু সৈনিকদের মধ্য একবিংশ শতাব্দী জয়ের স্বপ্ন রেখে তাদের প্রতি আমাদের ও জাতির অতুল স্নেহ ও ভালবাসা জানাই এবং সমগ্র দেশে গ্রাম শহর জনপদে তথ্যযুগের শিশু সৈনিকদের গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি।

একদিন মিশো বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল । তারপর সমগ্র জাতির সামনে এসেছিল উল্লাস। এতটুকুন রুম্মান হয়ে উঠেছিল আমাদের চোখের পুত্তলী। আজ তারকাখচিত আকাশের মত জাতির হৃদয় আকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে আরও উজ্জ্বল সব নক্ষত্র। আমাদের রাজনীতি ও আমাদের শাসন– তার বাতাবরণ, উৎরোল, ক্রন্দন ও বিনাশে রুদ্ধবাক ও হতবিহ্বল পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা অদূর ভবিষ্যতের স্থির শান্ত সভ্যতা পিয়াসী জনউদ্যম ও সৃজনশীল জন উত্থানের স্পষ্ট বিজয় রেখা দেখতে পাচ্ছি। সৃজনশীলতা ও সভ্যতার শক্তি বিনাশ ও হীনতার চেয়ে বহুগুণ দুর্জয়। এ শিশুদের জন্য এবং সকল শিশুর জন্য বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ার কাজে আমরা ব্রতী হয়েছি ইতিহাসের এমন অভিজ্ঞতা থেকেই।

এ প্রতিযোগিতার শত শত এন্ট্রি বিচার করে রায় দিয়েছেন ঢাকা ভার্সিটির সম্মানিত শিক্ষক এবং ছাত্র। তাঁদের সহযোগিতা এ প্রতিযোগিতার ফলাফলকে আরো দীপ্ত করেছে। ডঃ মফিজ চৌধুরীর নামে এ প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের প্রস্তাব করতে গিয়ে আমাদের সমকালীন সমাজদিশারী সাহিত্য প্রতিভা আহমদ ছফা স্মৃতির বেদনায় অশ্রুসজল ছিলেন, আজ বিজ্ঞানীর স্মৃতি রক্ষায় আমরা নতুন প্রজন্মকেও অংশীদার করে নিয়েছি– এ বিজ্ঞানীর প্রতি স্মৃতিতর্পণের একটা স্থায়ী কমিটিতে আমাদের অবদান থাকবে। এ মাসের পুরস্কারের সামান্য অর্থ দিয়েছেন যারা তাঁরাও এ আনন্দে শরীক। আমরা কমপিউটার আন্দোলনে এই শিশুদের গড়ে তোলার দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার অঙ্গীকার করছি।

কমপিউটার স্পর্শ করার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এ চিলহাটির ছেলে গোলাম রাব্বির অর্জিত পারদর্শিতার নিদর্শন এই সম্পাদকীয়ের হরফ বিন্যাস। এ পারদর্শিতা প্রমাণ করে সারা দেশ এখন কমপিউটার যুগে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কমপিউটারে আগ্রহী করে তুলতে
কমপিউটার পরিচিতি প্রতিযোগিতা
১টি কমপিউটার ও প্রিন্টারসহ রয়েছে অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার
সৌজন্যে : দি সুপেরিয়র ইলেকট্রনিক্স
৯১, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
ফোন : ৫০৪১০১, ৮৬৭০৯১
☞ বিস্তারিত ৬৭ নং পৃষ্ঠায়

লেখক সম্পাদক : ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ